অনুভূতির মৃত্যু

মুজতাবির নাঈফ

মুজতাবির নাঈফ

সূচিপত্র

নং	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা
০১	স্নিগ্ধ বৃষ্টি	০১
০২	আশাবাদী	০২
০৩	ফুলের মিলন	০৩
০৪	ওরা আমাকে হাসতে বলে	০৪
০৫	নতুন আশা	০৬
০৬	জ্বলন্ত ফুলকি	০৭
০৭	আক্ষেপ	০৮
০৮	ঝাপসা চশমা	০৯
০৯	আলোকিত চাঁদ	১০
১০	চাঁদনী রাতে	১১
১১	অর্নিথলজি	১৩
১২	বর্ণহীন কৃষ্ণচূড়া	১৪

স্নিগ্ধ বৃষ্টি

তুমি যখন ভালো হবে
শহর জুড়ে বৃষ্টি নামবে,
উড় চিঠি উড়ে যবে
তিক্ত দেয়াল ভেঙে যাবে,
নোনা জল পড়ে যাবে
তোমার পদতলে।

তোমার উল্লাস হারিয়ে যাবে
চোখের অশ্রু কোণে বিতৃষ্ণা চলে যাবে,
তোমার ভালোবাসা ফিরে আসবে
চড়ুই পাখির সঙ্গে করে,
কিচির মিচির শব্দ ভান্ডার
তোমার হাসির জন্ম দিবে।

দীঘল রাত্রির নিস্তব্ধতা হারিয়ে যাবে তোমার স্বপ্ন
ভালোবাসার মানুষ গুলোকে আরো কাছে পাবে,
জীবন আরো সুন্দর হবে কাছের মানুষের অনুরাগে।

আশাবাদী

তুমি যতোই দূরে সরে যাও না কেন তুমি তোহ শুধু আমারি
যে শুধু থেকে যাবে আমার হৃদমাঝারে,
তুমি যতোই দূরে সরে যাও না কেন
আমি তোমাকে ঠিকি তোমায় খুঁজে বের করব ,
যেভাবে জোনাকী খোঁজে অন্ধকার
কোলাহল মুক্ত জায়গা কে।
মরার কথা মুখেও এনোনা,
তুমি মরে গেলে আমার এই দুনিয়ায় থেকে কি আর হবে?

হাজারো চোখের লাখ লাখ উত্তর দিতে হয়তো তুমি ক্লান্ত,
কিন্তু আমি তোমার চোখ দেখেই বুঝতে পারি তুমি কি বলতে চেয়েছিল।
আমার দরকার নেই কোন উত্তরের,
আমার দরকার ভালোবাসা যা আছে শুধু তোমার চোখে।

আমি শুধু আসবো তোমাকে দেখতে
তোমার চোখের সাথে কথা বলতে,
তোমার হাতগুলো ধরে ঘুরতে।

আমি তোহ তোমার কষ্ট দেখতে যাব না,
আমি তোমার কষ্ট ভাগাভাগি করতে যাব যেমনটা আমি চেয়েছি।
তোমার শত কষ্টের মধ্যেও আমি যেমনটা তোমায় ভালোবাসতে চেয়েছি।

আমি তোমার দিকে তাকিয়েই আমার কষ্ট ভুলতে শিখেছি,
তুমি কি পারবে না?
আমাকে ভালোবেসে শেষবারের মতো ফিরে আসতে?

ফুলের মিলন

সুন্দর হাসি শুধু সুন্দর ফুলের সাথেই মানায়
যে হাসি ভোরে সূর্য ও রাতের জোছনা দুটোই খুঁজে পায়,
কোথায় পাবো কদম ফুল?
কোথায় পাব কৃষ্ণচূড়া?

তোমার হাসি মুখ দেখে বাগান ভরে উঠবে হাস্নাহেনায়।
বৃষ্টির গন্ধে ফুটবে বেলি, তোমার হাসি মুখ দেখে ফুটবে এক সূর্যমুখী,
সময় পার হবে তোমায় দেখে আর আমার বাগানে ফুটবে গন্ধরাজ।

কেয়া ফুলের মত তুমি দেখতে
গোলাপের মত তোমার হাসি,

শিউলি ফুলের মত তোমার চোখ খানি
যখনই আমি তোমায় দেখি মনে হয়,
আমি রজনীগন্ধার সাথে দেখা করেছি।

ওরা আমাকে হাসতে বলে

ঘাসের বুকে শিশির জমা
রোদ্দুর বলে আর কত বেলা,
তিমির রাত্রে আলোয় ভরে উঠে জোনাকি
কিন্তু জ্যোৎস্না হয়নি দেখা।

গ্রীষ্মে, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত
কি সুন্দর এই প্রকৃতি,
কি সুন্দর এই শীতল নগরী
বসন্তের কোকিলের মায়া ছন্দের ডাক আমাকে বিমোহিত করে,

আমাকে অনুরক্তি করতে বলে,
চন্দ্রলোকে কিছিচির মিচির
আমার হাসির মতোই শুনতে।

তারা আমাকে হাসতে বলে,
তারা আমাকে হাসতে বলে।

ঘাসের বুকে শিশির
রোদের বুকে বেলা,
তিমির রাত্রে জ্যোৎস্না
প্রকৃতির মায়াবী রূপ আমাকে ভালোবাসতে বলে,
আমায় হারিয়ে যেতে বলে।

ছল ছল কান্নার আওয়াজ পাই আমি তুষার সকালে,
বৃষ্টি এসে ধুয়ে নিয়ে যায় প্রতিনিয়ত আমাকে।
আমি বিবর্ণতা মুছে ফেলতে চাই,
কবিতার ছন্দে ঝর্ণার কান্না আমি শুনতে পাই প্রতি সন্ধ্যাতে।
একটি ফুল ঘুমিয়ে আষাঢ় রাত্রিতে
হাস্নাহেনার গন্ধ করেছে আমায় অন্ধ আঁধার ছায়াতে।

নতুন আশা

বসন্তের নতুন চাঁদ আকাশে উঠেছে
ঘুমের চোখগুলো আমানিশায় ঘুমিয়ে পড়ছে,
নতুন দিনের অর্থ নতুন শুরু
কিন্তু আজকের শুরু হবে নতুন সপ্নের, নতুন আশার, ভালো থাকার।

ইলা থেকে ইলাবতী হয়ে উঠার
অথবা নিস্তব্ধ রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে জোছনা দেখার,
হোক না পুরোনো জীবন, থাক না কষ্টগুলি
ভবিষ্যতে কথা ভেবে মনকে ভয় দিয়ে লাভ কি?

আরক্তিম ময় জীবনটাকে রংধনুর রঙ মেখে রঙিন করে ফেলি,
অতীত ভবিষ্যতে কথা বাদ দিয়ে কেন না শুধু বর্তমান নিয়ে থাকি?
নতুন জীবনের নতুন পথ চলাটা
কেন না হয় আমরা আজ থেকে শুরু করি।

জলন্ত ফুলকি

আমি ভালোবাসা পেতে চেয়েছিলাম
তোমার স্মৃতি আগলে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলাম,
আমার সব পুরনো অভ্যাস তোমার অনুরক্তি পেয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল
আজ তারাই আমাকে ভালোবেসে ফেরত আসছে আমার নতুন জীবনে।
শুনেছিলাম পুরতন প্রেমের সুভাস
বার বার সৃতি রোমথন করে,
আমার তো দুইটা প্রেমি পুরোনো
এক তুমি আরেকটা জ্বলন্ত ফুলকি।

তোমাকে পেয়ে আমি আমার আরেক প্রেম কে ছেড়েছিলাম
আমি তোমাকে পাবার জন্য যেমন জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি ছেড়েছি,
আজ তুমিও আমাকে ঠিক সেইভাবে ছাড়ল্
এক জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি আমাকে এতো পুড়াই নি
যতটা তুমি আমাকে পুড়িয়েছো।

তোমার ভালোবাসা ছলনা করে আমাকে পুড়িয়েছে
জ্বলন্ত আগুনের ফুলকি সে তো,

আমাকে ভালোবেসে আবার ফেরত এসেছে
তার সাথে নিয়ে এসেছে ক্যান্সার।
আমি চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি মহাকালের শূন্যতা বুকে নিয়ে,
ভালো থেক প্রিয়সী।

আক্ষেপ

চাতকের বুক ফাঁটা কান্নায় মুসলধারার আহবান
গগণ গর্ভে ধূসরতার আচ্ছাদন,
তবুও তীক্ত তার মনপট
পাঁজরে আবদ্ধ মাংসপিন্ড নিতে চায় মুক্তির স্বাদ।

মহাকালের রক্তিম অমানিশায়
মরুর মুসাফিরের ক্ষণিক অবয়াব,
জাগ্রত করে রক্তের সঞ্চার,
এই বুঝি হলো, চিরমুক্তি।
তবুও ঘুরে ফিরে সেই নির
চেনা মরিচিকার রহস্যময়ী হাঁসি।

ঝাপসা চশমা

তোমাকে ভুলে যাওয়াটাই আমার জন্য সব চেয়ে বড় পাওয়া হতো
তোমার কথা মনে করতে করতেই আমার চোখে দাগ পড়ে গেল,
কেন তুমি অন্যের হলে, কেন তুমি আমার অপেক্ষায় ছিলে না,
কেন তুমি আমার যন্ত্রণা বুঝলে না।

আমি জানি তুমি সুখেই আছো
তোমাকে না পেয়ে আমি এক কারাভোগ করছি,
যার থেকে বের হওয়া আর সম্ভব না।
কেউ বুঝলোনা ভেবেছিলাম তুমি তোহ বুঝবে
তুমি তোহ বোঝার আগেই অন্য কারো হলে।

আমি তোহ চেয়েছিলাম পূর্ণতা
তুমি শুধু দিলে আমায় শূণ্যতা,
আমি তোহ চেয়েছিলাম পাহাড়ের ঝর্ণা
তুমি আমায় দিলে কষ্টের বন্যা।
চোখ থেকে পানি পরা অনেক সহজ
কিন্তু চশমা দিয়ে ঢেকে রাখা অনেক কঠিন,

তুমি তোহ বুঝবে না আমি তোহ বুঝি
কারণ আমি রাতেও চশমা পরেই শুয়ে থাকি।

আলোকিত চাঁদ

স্বচ্ছল স্বপ্নগুলোতে চাঁদের কলঙ্কিত দাগ গ্রাস করেছে
সুশোভন চাঁদে যেমন নিস্তব্ধতা হারিয়ে যায়,
মনের সপ্নগুলো ঘন মেঘে ঢেকে যায়
সবাই যখন অবহেলার চাদর বিছিয়ে চলে যায়,
চাঁদ ফিরে আসে নতুন মহিমায়।
ফিরে আসে...

কখনোবা ধূসর স্বপ্নগুলোকে রতিরঞ্জিত করতে
কখনো কথা বলার সঙ্গী হয়ে একাকীত্বের যন্ত্রনা সরাত,
স্বপ্ন গুলো চাঁদের মত অন্যের আলোয় রঙ্গিন হয়ে উঠে
ভরা পূর্ণিমায়।

চাঁদনী রাতে

সন্ধ্যা গভীর হয়ে রাত্রি হচ্ছে
হিলালের অপেক্ষায় ক্লান্ত হচ্ছে মন ও নয়ন,
তুমি বলেছিলে তোমার ভালোবাসা পেলে আমি সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে
সকল মায়া ত্যাগ করে চলে আসবে বলেছিলে চাঁদনী রাতে।
সন্ধ্যায় তুমি আসবে বলে আমি অপেক্ষায় করছিলাম,
চাঁদনী তুমি এলে না, আমার ভালোবাসার মূল্য তুমি বুঝলে না।

সময় গড়াতে থাকল
আমার ভয়ও বাড়তে থাকল,
তোমাকে না পাবার বেদনা আমাকে নৈরাশ্য করেছে।
সময় গড়াচ্ছে সব কিছু অন্ধকার হয়ে আসছে
অনেকে ঘুমিয়েও গেছে,
চারপাশে বিস্তৃর্ণ নিরবতায় আমার ভাংচুর হয়ে যাওয়া মন
তোমারকে কল্পনা করে বলছে,
চাঁদনী আমার ভালোবাসায় কোন কমতি ছিল?
নাকি আমি শুধু তোমার উপহাসের পাত্র ছিলাম।
আজ এই জবাব তোমার কাছে আছে কিন্তু এই হতভাগার কাছে নেই।

আমি চলে যাচ্ছি কথা দিয়েও এলেনা তুমি
রাস্তার মাঝপথে আমি নৈরাশ্য হয়ে এগিয়ে যাচ্ছি একটি পরিচিত গন্তব্যে,
ফোনের রিংটোন হুট করে বলছে আমি চাঁদনী বলছি
তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি,
চলে এসো এই ঘন অন্ধকারে আমি ছুটে চলছি।
আমার চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে
ভালোবাসা এতোই স্নিগ্ধ,
যে তার প্রতি পরথেই রেয়েছে হারিয়ে ফেলার ভয়,
কিন্তু আমি তোমাকে আর কখন হারাতে দিব না।

অর্নিথলজি

আগুনের শিখা গুলো কখন জানি জ্বলে উঠে
চমৎকারি পাথরের সান্নিধ্যে কারো মনের দুয়ার জ্বলে উঠে,
রংধনুর ছন্দে আকাশা উড়া পাখি গুলো নতুন ছন্দ তৈরি করে।
বাতাসের স্নিগ্ধ গন্ধ
মাটির ধূসরতার আবায়ব
যেন বৃষ্টির কলে হেলে পড়ে।
তোমার মুখ ভরা হাসি, শীতল চোখানি,
প্রকৃতির মত নিরব সৌন্দর্য তোমাকে হারিয়ে নিয়ে যায়
নিস্তব্ধ আকাশের পাখিদের কাছে।
পাখি কেন আকাশে উড়ে?
এইটা কি জাদু নাকি অর্নিথলজি?

বর্ণহীন কৃষ্ণচূড়া

ভালোবাসা অবিরাম
কারণ কৃষ্ণচূড়া দিয়ে লিখেছি তোমার নাম,
সব সম্পর্কে কৃষ্ণচূড়ার লাল বর্ণ থাকে না
সব সম্পর্কের নাম হয় না।

কিন্তু কিছু সম্পর্কের রং হয় ফুলের সুবাসের চেয়েও স্নিগ্ধ
যেমন স্নিগ্ধতা ছড়ায় ভোরের আলো,
রাতের আকাশে জোছনা
সোনালী বিকেলে কৃষ্ণচূড়ার দেখা পাওয়া।

সব সম্পর্কের নাম হয় না
তবুও সময়, কাল, স্থান,
কখন কাকে কৃষ্ণচূড়ার লাল বর্ণে আবদ্ধ করে কেউ বলতে পারে না।
কথায় আছে না সম্পর্ক শুধু একটা নাম মাত্র
যেখানে ভালোবাসা টাই মুখ্য,
কিন্তু কিছু সম্পর্কে নাম হয় না
তবুও সেখানে থেকে যায় একরাশ ভালোবাসা।

সমাপ্ত

মুজতাবির নাঈফ

facebook

রকমারি.com